সীমান্তবর্তী জেলা/রাজ্য

বাংলাদেশ – বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার

মায়ানমার – চিন, রাখাইন

'মংডু' কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা?

বাংলাদেশ – মায়ানমার

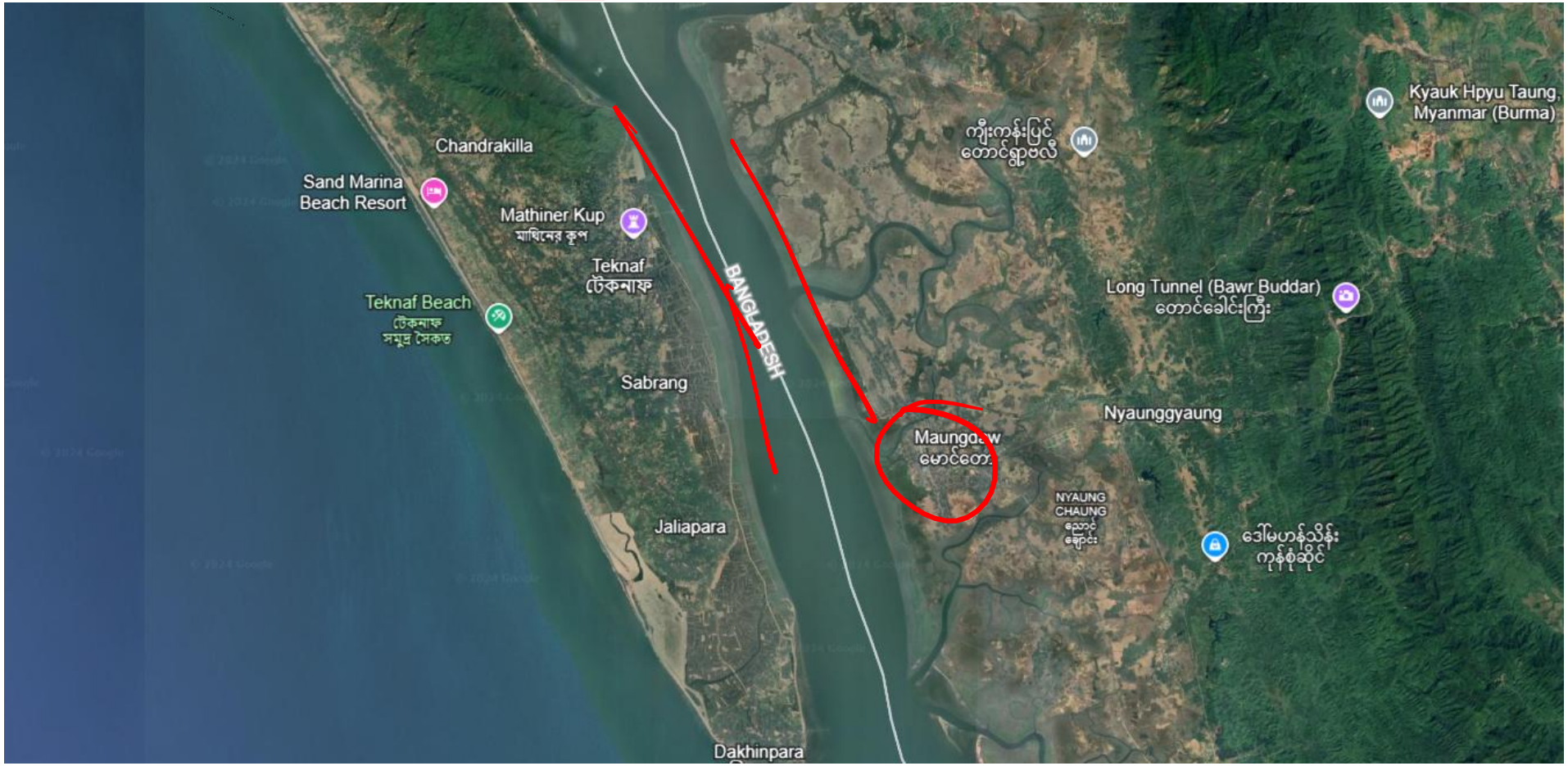

- ১৯৮৯ সালে সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে "মিয়ানমার" এবং প্রধান শহর ও তৎকালীন রাজধানী রেঙ্গুনের নতুন নাম হয় "ইয়াঙ্গুন"।
- ২০০৭ সালে নতুন রাজধানী করা হয় নাইপিদোকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন – জাপানের অধীন ছিল

- স্বাধীনতা লাভ – ১৯৪৮
- সংবিধান পাস – ২০০৮
- সামরিক শাসন শুরু - ১৯৬২

- তাতমাদো (Tatmadaw) - মিয়ানমারের (বার্মা) সামরিক বাহিনীর সরকারিভাবে ব্যবহৃত নাম।

- মায়ানমারের বর্তমান সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নাম – Border Guard Police (BGP)
- পূর্বে ছিল – নাসাকা

সংবিধান প্রণয়ন – ২০০৮

২৫% সংসদীয় আসন সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়।

Saffron Movement

জাফরানি আন্দোলন হয় মায়ানমারে ২০০৭ সালে। সামরিক জান্তা জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করলে (পেট্রল/ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ, আর সিএনজিচালিত বাসে শতকরা ৫০০ ভাগ বৃদ্ধি), ধর্মীয় নেতারা এর প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন।

অং সান সুচি

- ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি গঠন করেন – ১৯৮৮ সালে
- ২০১৫ সালের নির্বাচনে জিতে স্টেট কাউন্সিলর হন সূচি।
- ২০২০ সালের নির্বাচনে আবারও NLD এর জয় পায়।

Military Coup

কিন্তু Union Solidarity and Development Party নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে।

১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০২১ – সেনাবাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

- ২ আগস্ট, ২০২১

স্টেট এডমিনিসট্রেশন কাউন্সিল থেকে কেয়ারটেকার গভার্নমেন্ট অব মায়ানমার গঠন করা হয়।

- প্রধানমন্ত্রী হন সেনা প্রধান মিন অং হ্লাইয়াং।

রোহিঙ্গা সংকট

- ১৯৬২ সালে বার্মায় সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল নে উইন বার্মার রাখাইন প্রদেশে মুসলিম সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের দমন করতে 'অপারেশন ড্রাগন কিং' পরিচালনা করে। ফলে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসার মধ্য দিয়ে উভয় দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইস্যুটির উদ্ভব ঘটে।

- পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে আবারও মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের নিধন শুরু করলে আরও প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। উভয় দেশের সমঝোতার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের কিছু অংশ মিয়ানমারে ফেরত গেলেও একটা বড় অংশ এদেশে থেকে যায়।
- ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী শুদ্ধি অভিযানের (অপারেশন ক্লিয়ারেন্স) নামে জাতিগত নিধন শুরু করলে তা বর্বরতার সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ফলে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় শরণার্থী সংকটের সৃষ্টি হয়।

রোহিঙ্গা

- রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী

১৯৭৪- ভোটাধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়।

১৯৭৮- অপারেশন কিং ড্রাগন চালানো হয়।

২০১৪- ‘রোহিঙ্গা’ শব্দ নিষিদ্ধ করা হয় মায়ানমারে।

রোহিঙ্গাদের স্থানীয় নাম – কালার

বাংলাদেশি নাম – Displaced People of Myanmar

২৫ আগস্ট ২০১৭ – Ethnic Cleansing চালায় মায়ানমার।

- রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগ আশ্রয় নিয়েছে- কক্সবাজারের শাহপরীর দ্বীপ এবং টেকনাফের কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে। কুতুপালং বিশ্বের বৃহত্তর শরণার্থী শিবির।
- ভাসানচর- ২০০৬ সালে বঙ্গোপসাগরের জেগে ওঠা চর। নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় অবস্থিত। ১৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই চরের অপর নাম 'চর প্রিয়া'। ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে রোহিঙ্গাদের আবাসন শুরু হয়।

- এক লাখ ৮০ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসনের জন্য শনাক্ত করেছে মিয়ানমার।
- মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চল থেকে গত একবছরে নতুন করে আরো অন্তত এক লাখ আঠারো হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। এখনও প্রতিদিন গড়ে ২০-৩০ জন রোহিঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে বলে জানিয়েছে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়।

- মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাত, বিশেষ করে আরাকান আর্মি (AA) এবং মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে বেসামরিক জনগণ, বিশেষ করে রোহিংগা ও রাখাইন সম্প্রদায়, দুর্ভিক্ষ ও মানবিক সংকটের মুখোমুখি। এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থা রাখাইনে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ হয়ে একটি মানবিক করিডর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে।

United League of Arakan (ULA)

- United League of Arakan (ULA) ব্রিটিশ শাসন থেকে বার্মা স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সংগঠনটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাখাইন রাজ্যের জন্য স্বায়ত্তশাসন অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।
- বর্তমানে ULA মায়ানমার সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি সংগঠন।
- ULA এর সশস্ত্র সংগঠন Aracan Army (AA)

আরাকান আর্মি

- রাখাইন ও কাচিন প্রদেশের বিদ্রোহী দল।
- সশস্ত্র বাহিনীর নাম United League of Arakan (ULO)

গডস আর্মি

- মিয়ানমারের একটি খ্রিস্টান গেরিলা সংগঠন যা কাচিন রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। ১৯৯৪ সালে জোসেফ লায়াং নামে একজন কাচিন খ্রিস্টান ধর্মযাজক এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।
- গডস আর্মি মিয়ানমারের সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত।

রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

সদর দপ্তর – লাইজা, কাচিন

- মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ‘আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা)’।
- আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' বা আরসা মতে, তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে।
- আরসার সক্রিয় অঞ্চল - উত্তর রাখাইন রাজ্য,বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তবর্তী স্থান।

অপারেশন-১০২৭

- মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভিযানের নাম- অপারেশন ১০২৭ (২৭ অক্টোবর, ২০২৩)
- সামরিক জান্তা ও বিরোধীদের উভয়ের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করছে- চীন
- চীনের বিদ্রোহীদের সাহায্যের কারণ: যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে কোণঠাসা করা এবং ভারতের লুক ইস্ট পলিসি বাধাগ্রস্ত করা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণই ভারতের Look East Diplomacy.
- ফোর কাটস স্ট্র্যাটেজি: বিদ্রোহীদের খাদ্য, অর্থ, তথ্য ও জনবিচ্ছিন্ন করতে সামরিক জান্তা সরকারের কৌশল
- ব্রিগেড-৬১১: মিয়ানমারের বহু জাতিগোষ্ঠীর যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত সংগঠন।

Three Brotherhood Alliance

- ২০১৯ সালে গঠিত তিনটি বিদ্রোহীগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। যথা:
- আরাকান আর্মি, তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি

শ্রীলঙ্কা

- পূর্বনাম সিলন (Ceylon)
- প্রশাসনিক রাজধানী - **শ্রী জয়াবর্ধেনেপুরা কোট্টে**
- কলম্বো (বানিজ্যিক রাজধানী)

- অ্যাডামস পীক শ্রীলংকায় অবস্থিত।

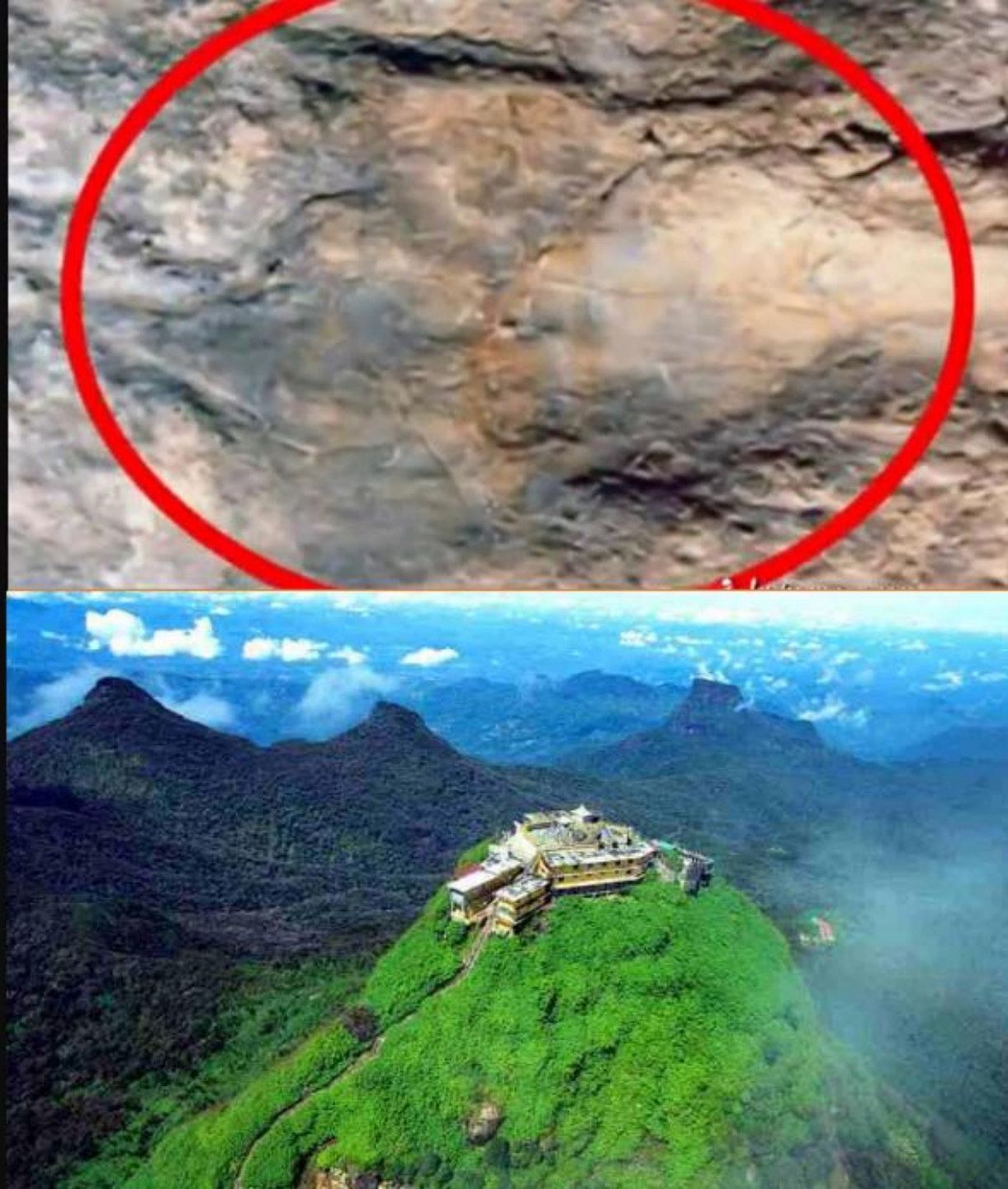

- এ্যালিফ্যন্ট পাস শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত।

প্রধানমন্ত্রী

Harini Amarasuriya

সরকারি বাসভবন – টেম্পল ট্রি

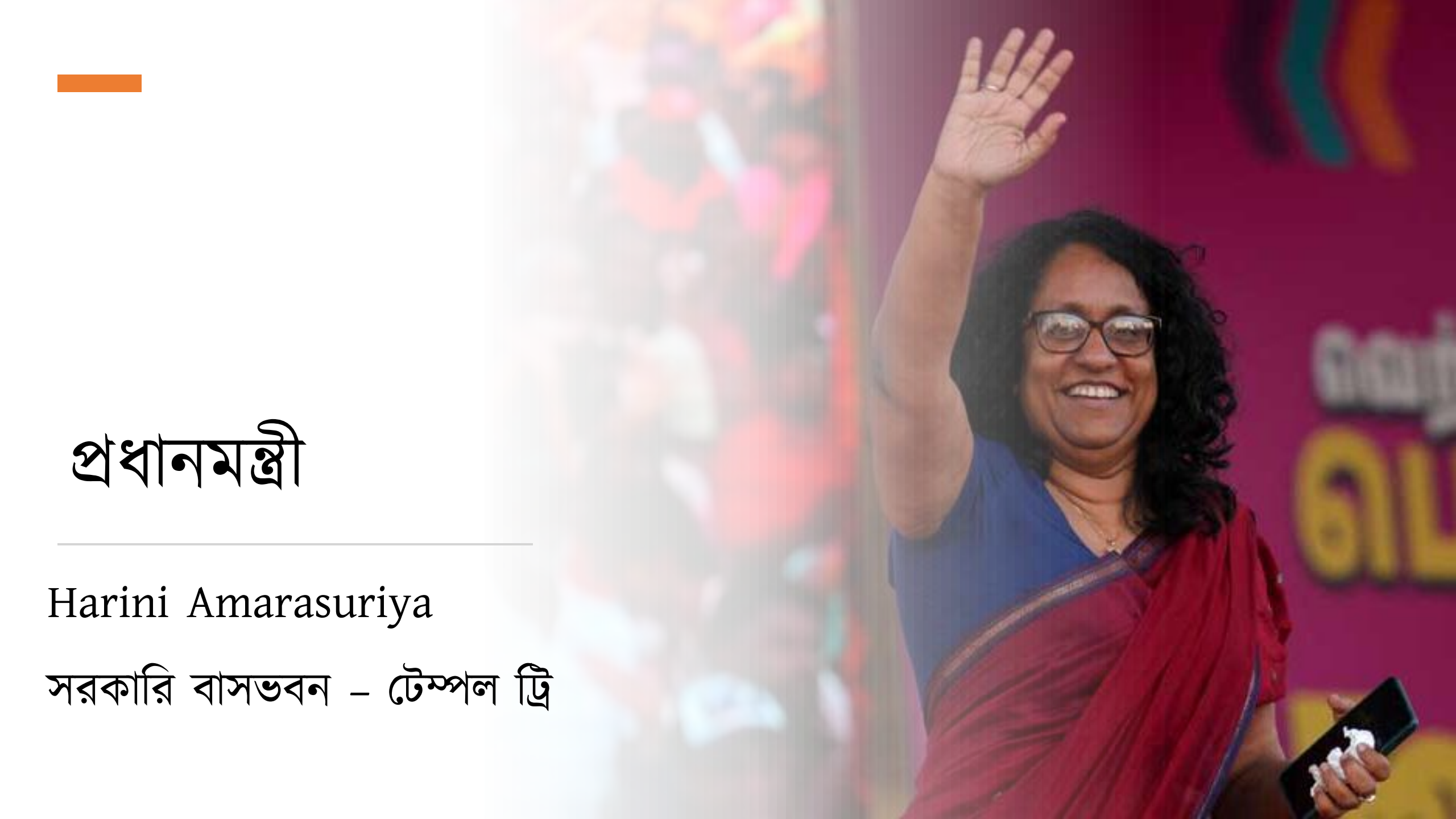

প্রেসিডেন্ট

- Anura Kumara Dissanayake
- দল – ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (National People's Power - NPP)
- মেয়াদ – ৬ বছর

- শ্রীমাভো বন্দের নায়েকে বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন- ১৯৬০ সালে
- শ্রীলংকার প্রাচীন রাজধানীর নাম- অনুরাধাপুর
- সাংস্কৃতিক রাজধানীর নাম- ক্যান্ডি

- হাম্বানটোটা বন্দর চীন লিজ নিয়েছে।
- ২০১৭ সালে, শ্রীলঙ্কা চীনের সাথে একটি ৯৯ বছরের লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে চীন এই বন্দরটি পরিচালনা ও উন্নয়ন করতে পারবে।

ভুটান

- ‘বজ্র ড্রাগনের দেশ’(The Land of the Thunder Dragon) বলা হয়।

- ভুটানের ভাষা হল – দোজাংখা (Dzongkha)
- ভুটানের মুদ্রা – গুলট্রাম (ngultrum)

ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

শেরিং তোবগে

(Tshering Tobgay)

- বিশ্বের প্রথম ধূমপান মুক্ত দেশ
- একমাত্র কার্বন নেগেটিভ স্ট্যাটাস অর্জনকারী দেশ
- ভুটান মোট জাতীয় সুখকে (Gross National Happiness) অর্থনৈতিক মানদন্ড Economic standards) হিসেবে ধরে।

ডোকলাম

মালভূমি/উপত্যকা

- চীন-ভারত (সিকিম অংশ)-ভুটানের সীমান্তে অবস্থিত। চীনে ডোকলাম মালভূমি অংল্যাহ এবং ভারতে ডোকমা নামে পরিচিত।

নাথাং: ভারত-ভুটান-চীন সীমান্তবর্তী গ্রাম।

Nepal

- নেপালে রাজতন্ত্রের অবসান হয় ২০০৮ সালে।
- সর্বশেষ রাজা – জ্ঞানেন্দ্র

- রাজধানী – কাঠমুন্ডু
- মুদ্রা - রুপি

ভারত-নেপালের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ অঞ্চল

- কালাপানি-লিমপিয়াধুরা-লিপুলেখ কৌশলগত অঞ্চল: ভূখণ্ডগুলো ভারত, নেপাল ও চীন দেশের সংযোগস্থল।
- লিপুলেখ গিরিপথ: ভারতের উত্তরাখণ্ড, চীনের তিব্বত এবং নেপাল অর্থাৎ ৩ দেশের সীমান্তবর্তী হিমালয়ের গিরিপথ। সাগাউলি চুক্তি অনুসারে, লিপুলেখ নেপালের অংশ।
- লিপুলেখ পাস: কালাপানি উপত্যকার সর্বোচ্চ চূড়া লিপুলেখ পাস নামে পরিচিত। লিপুলেখ পাসের মধ্য দিয়ে প্রাচীন তীর্থস্থান কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদের অবস্থান। অঞ্চলটি কালি নদীর অন্যতম প্রধান জলপথ।
- কালাপানি: লিপুলেখ গিরিপথের দক্ষিণের ভূখণ্ডটি কালাপানি।

মালদ্বীপ

LIBYA
EGYPT
IRAQ
IRAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA
JAPAN
EAST CHINA SEA
NEPAL
INDIA
SAUDI ARABIA
U.A.E.
OMAN
YEMEN
SUDAN
ER.
ARABIAN SEA
MYANMAR (BURMA)
LAOS
THAILAND
CAMBODIA
VIETNAM
PHILIPPINES
SOUTH CHINA SEA
Bay of Bengal
SOUTH SUDAN
ETHIOPIA
SOMALIA
UGANDA
KENYA
SRI LANKA
MALDIVES
MALAYSIA
TANZANIA
SEYCHELLES
INDONESIA
JAVA SEA
COMOROS
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
ZIMBABWE
BOTSW.
MAURITIUS
INDIAN OCEAN
AUSTRALIA
SOUTH AFRICA
French Southern and Antarctic Lands

N
Arabian Sea
Indian Ocean
Ihavandhippolhu Atoll
Thiladhunmathee Atoll
Maamakunudhoo Atoll
Miladhunmadulu Atoll
Faadhippolhu Atoll
Maalhosmadulu Atoll
Goidhoo Atoll
Male' Atoll
Ari Atoll
Male'
100 mi
100 km
Nilandhoo Atoll
Felidhoo Atoll
Malaku Atoll
Maldives
Kolhumadulu Atoll
Hadhdhunmathee Atoll
Huvadhoo Atoll
Laccadive Sea
0°
EQUATOR
© WorldAtlas.com
Addu Atoll

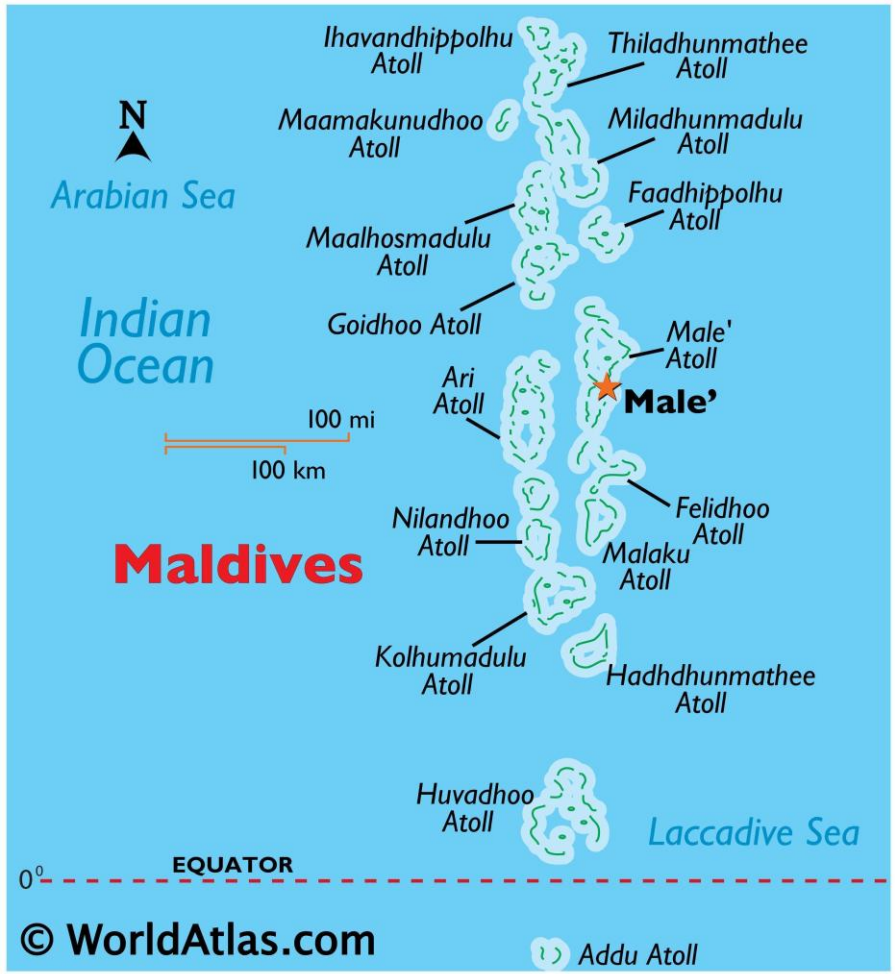

মালদ্বীপ

- ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র।
- রাজধানী – মালে।
- মুদ্রার নাম রুপাইয়া।
- বিশ্বের সবচেয়ে নিচু দেশ (গড় উচ্চতা ১.৫ মিটার)
- মালদ্বীপে নিজস্ব সেনাবাহিনী নেই।
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে মালদ্বীপ ২০০৯ সালে সমুদ্রের পানির তলদেশে মন্ত্রিসভা বা কেবিনেট মিটিং করে।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট

- Mohamed Muizzu

দিয়াগো গার্সিয়া (Diego Garcia)

দিয়াগো গার্সিয়া (Diego Garcia)

- ডিয়াগো গার্সিয়া (Diego Garcia) হলো একটি দ্বীপ যা ভারতের মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জ (Chagos Archipelago)-এর অংশ।
- এটি ব্রিটিশ ভারতীয় মহাসাগরীয় অঞ্চল (British Indian Ocean Territory)-এর অন্তর্ভুক্ত।
- ডিয়াগো গার্সিয়া একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক ব্যবহারাধীন।

আফগানিস্তান (Graveyard of Empires)

আফগানিস্তান

- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম স্বাধীন দেশ (১৯১৯ সাল)।
- আফগানিস্তানের সর্বশেষ রাজা জহির শাহ।
- প্রধান জাতি: পশতুন
- ভাষা: পশতু
- বর্তমানে দেশটি তালেবান সরকার পরিচালনা করছে।

লোয়া জির্গা (Loya Jirga)

- লোয়া মানে = বড়
- জির্গা মানে = পশতু ভাষায় “মিটিং” বা “পরামর্শ সভা”
- অর্থাৎ লোয়া জির্গা = বড় পরামর্শ সভা।
- এটি আফগানিস্তানের একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যবাহী প্রথা, যা বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আফগানিস্তানের শহর

- কাবুল (রাজধানী)
- কান্দাহার
- হেরাত
- মাজার-ই-শরীফ

আফগানিস্তান

- পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধমূর্তির অবস্থান ছিল - আফগানিস্তানের বামিয়ানে।

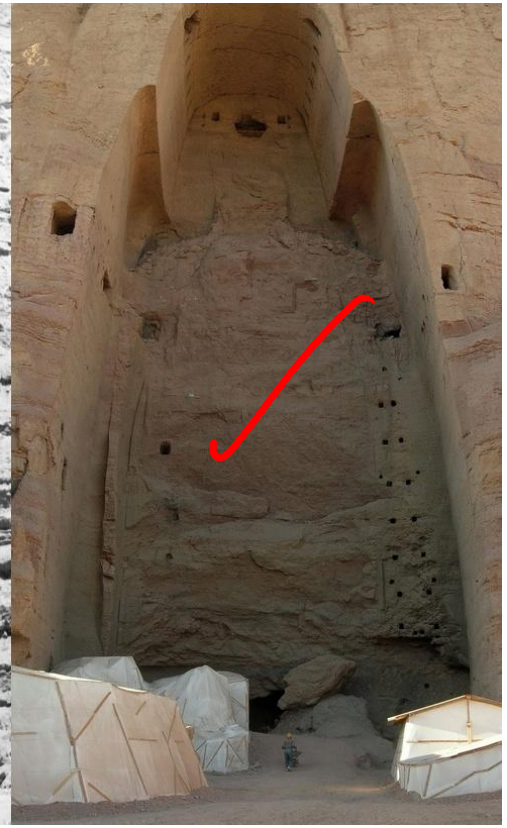

আফগানিস্তান

- আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা রেখার নাম- ডুরান্ড লাইন (Durand Line)।
- ‘খাইবার গিরিপথ’ (Khyber Pass) নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

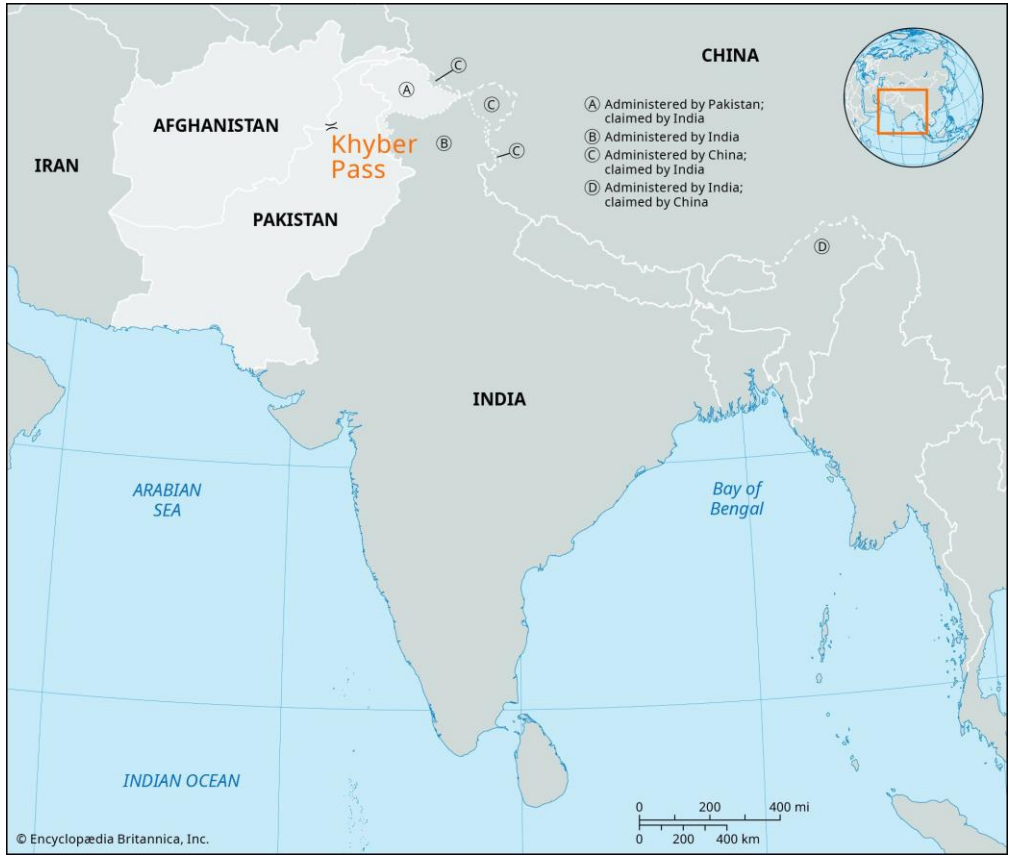

বাগরাম বিমান ঘাটি

BAGRAM AIR BASE
KABUL
AFGHANISTAN

KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TURKMENISTAN
TAJIKISTAN
CHINA
Kabul
IRAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
NEPAL
INDIA
ASIA
UNITED ARAB EMIRATES
OMAN
Arabian Sea

বাগরাম বিমান ঘাটি (পাভরন প্রদেশ)

- ‘মধ্য এশিয়ার দখল যার, ইউরেশিয়ার কর্তৃত্ব তার।’
- ৭৭ বর্গকিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত বাগরামে দুটি বিশাল রানওয়ে আছে। এর মধ্যে একটি রানওয়ে ৩ দশমিক ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই রানওয়েতে বি-৫২ বোমারু বিমান ও বিশাল কার্গো বিমান সহজেই ওঠানামা করতে পারে।
- বাগরামে একটি কারাগারও স্থাপন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কারাগারটি আফগানিস্তানের ‘গুয়ানতানামো বে’ নামে কুখ্যাতি পেয়েছিল।

পাকিস্তান

TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
TAJIKISTAN
CHINA
AFGHANISTAN
Gilgit
GILGIT - BALTISTAN
Muzaffarabad
Peshawar
KHYBER PAKHTUNKHWA
ISLAMABAD
PUNJAB
Quetta
BALOCHISTAN
IRAN
INDIA
SINDH
Karachi
ARABIAN SEA
PAKISTAN MAP

- পাকিস্তানের রাজধানী – ইসলামাবাদ
- পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- বৃহৎ নগরী - করাচী/karachi, লাহোর/Lahore,হায়দরাবাদ/Hyderabad, মুলতান /Multan, রাওয়ালপিন্ডি/Rawalpindi, পেশোয়ার/Peshawar প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

- তক্ষশীলা [Taxila]

  পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থান।

- সোয়াত উপত্যকা [Swat Velley]: পাকিস্তানের হিন্দকুশ পর্বতশ্রেণীর একটি উপত্যকা।

বেলুচিস্তান

AFGHANISTAN
KHYBER
PAKHTUNKHWA
Peshawar
ISLAMABAD
FEDERALLY ADMINISTERED
TRIBAL AREAS
Lahore
Quetta
PUNJAB
IRAN
BALOCHISTAN
SINDH
INDIA
Karachi
Arabian Sea
0 50 100 150 200 Miles
0 50 100 150 200 Kilometers
Copyright © 2017 www.mapsofworld.com

বেলুচিস্তান

- বেলুচিস্তান হলো পাকিস্তানের এক প্রদেশ, যা দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং সেখানে বেলুচ নামক একটি বড় জনগণ বসবাস করে।
- বেলুচরা পাকিস্তানের অন্য মানুষদের থেকে কিছুটা আলাদা। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, এবং ঐতিহ্য আলাদা।
- তারা মনে করে যে, পাকিস্তানের সরকার তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় না এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে।

Let’s Recap

দূর প্রাচ্য

চীন

RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
KYRGYZSTAN
NORTH KOREA
JAPAN
BEIJING
SOUTH KOREA
CHINA
NEPAL
BHUTAN
INDIA
BANGLADESH
TAIWAN
HONG KONG
MYANMAR
VIETNAM
LAOS
MACAU
PACIFIC OCEAN
BAY OF BENGAL
THAILAND
SOUTH CHINA SEA
PHILIPPINES
© Encyclopædia Britannica, Inc.

- প্রাচীন চীনের বিখ্যাত সমরনায়ক ও দার্শনিক – সান জু (Sun Tzu)
- চীনা রাজবংশের সবচেয়ে পুরাতন রাজবংশ – শাং রাজবংশ
- চীনের রাজাদের Son of God বলা হতো

- বিশ্বের ২য় জনবহুল দেশ চীন।
- বিশ্বে রপ্তানিতে প্রথম চীন।
- আমদানীতে ২য়।
- বিশ্বে তেল আমদানিতে প্রথম চীন।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অবস্থান দ্বিতীয়।
- চীনের পূর্ব নাম ক্যাথে। বেইজিং এর পূর্বনাম পিকিং।

চীনের সাথে ১৪ টি দেশের সীমানা রয়েছে।

- মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, মিয়ানমার, ভারত, ভুটান, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তান ।

সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি

হান জাতি

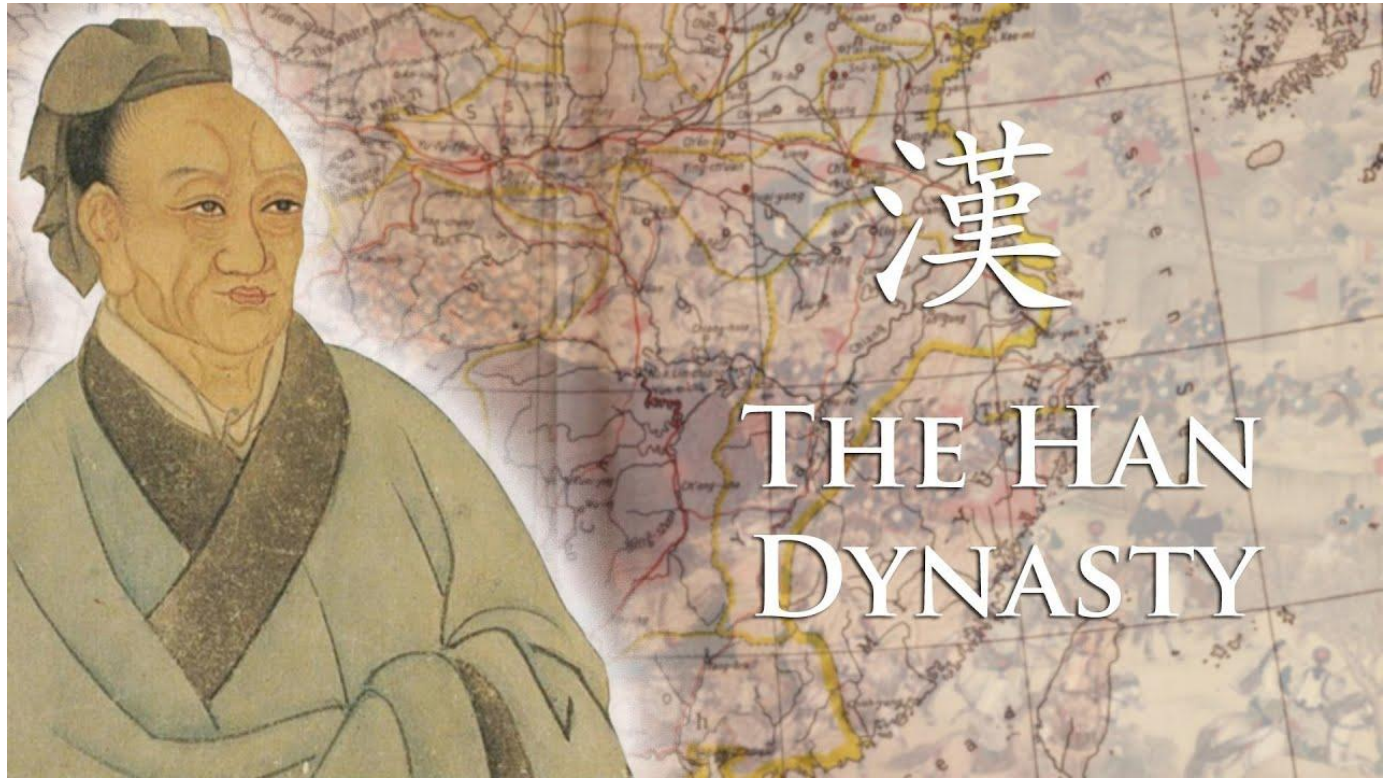

চীনের বিপ্লব

- জাতীয়তাবাদী বিপ্লব/প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব/সিনহাই বিপ্লব
- বিপ্লবকাল: ১৯১১-১৯১২

- নেতৃত্ব দেন: সান ইয়াত সেন। ১৯০৫ সালে তিনি "কুওমিনতাং" নামে জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দলটি রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল এবং সর্বোপরি দেশে ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরোধী ছিল।
- ফলাফল: মাঞ্চু (কুইং) রাজ বংশের পতন। Republic of China প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

- সময়- ১ অক্টোবর ১৯৪৯
- নেতৃত্ব দেন: মাও সেতুং
- ফলাফল- গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (People's Republic of China) যাত্রা শুরু হয়।

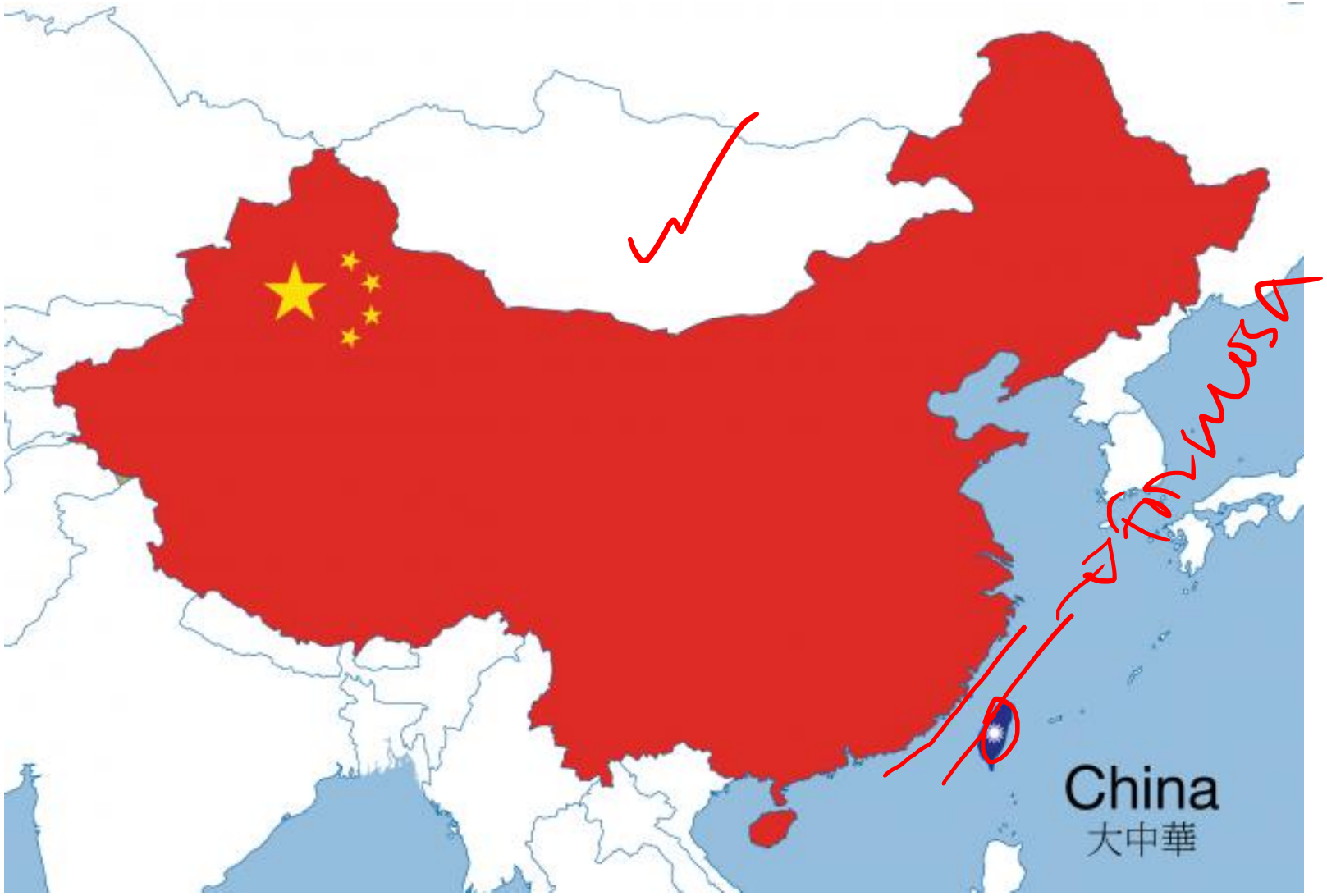
China
大中華

তাইওয়ান

চিয়াং কাইশেক ফরমোসায় আশ্রয় নিয়ে সরকার গঠন করেন Republic of China নামে।

- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সহায়তায় (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ফরমোজার অধিবাসীদের সংগঠিত করে এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাকে প্রেসিডেন্ট বানান তখন চিয়াং কাইশেক ফরমোজার নাম পরিবর্তন করে রাখেন তাইওয়ান। ১৯৫০ সালে পাশ্চাত্য বিশ্ব ঘোষণা করে চীন তাইওয়ানের অংশ তাই এখন থেকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাইওয়ান সরকার প্রধান।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় চীনের। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

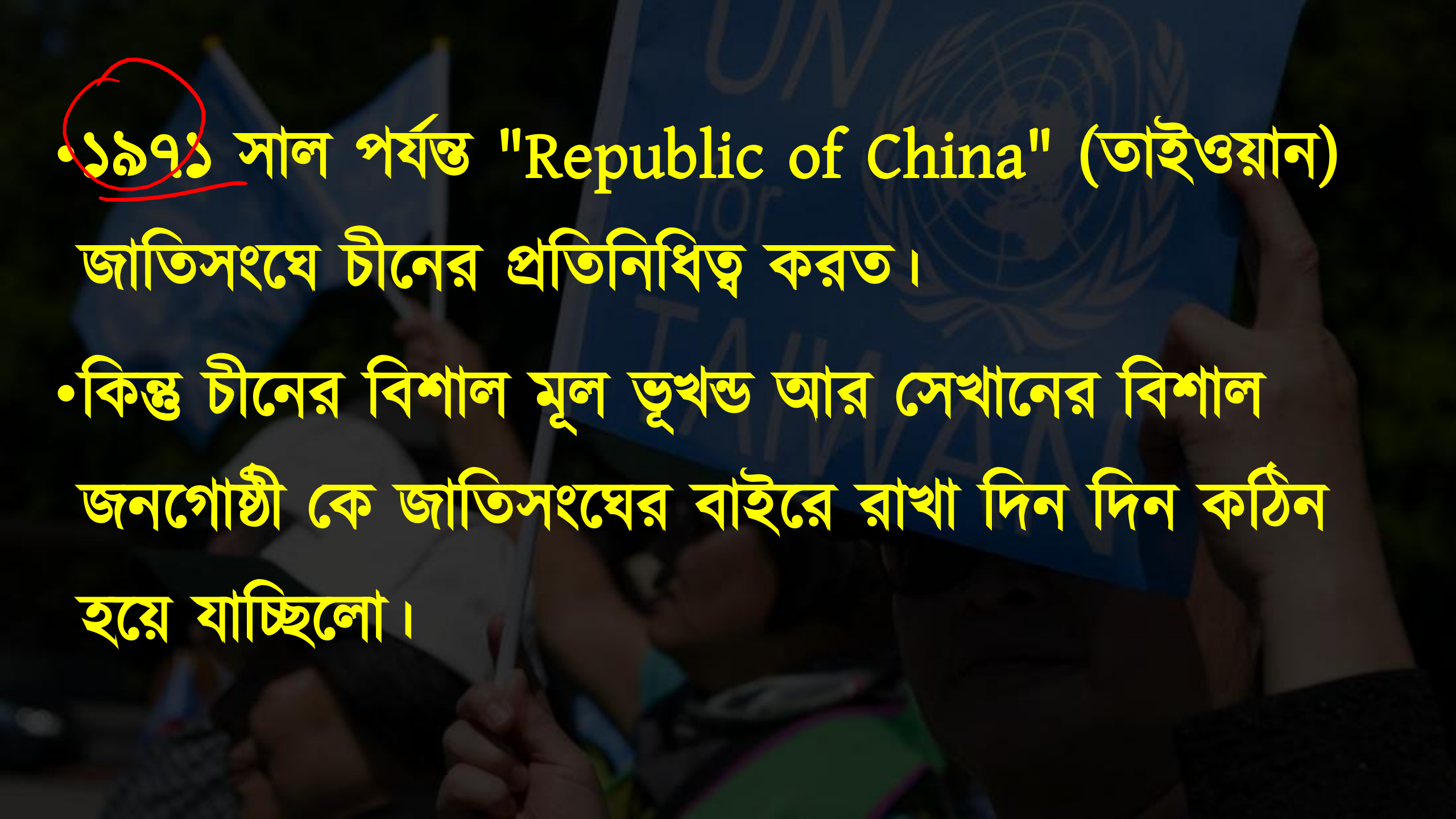

- ১৯৭১ সাল পর্যন্ত "Republic of China" (তাইওয়ান) জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করত।
- কিন্তু চীনের বিশাল মূল ভূখন্ড আর সেখানের বিশাল জনগোষ্ঠী কে জাতিসংঘের বাইরে রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো।

- ১৯৭১ সালে সাধারণ পরিষদে এক ভোটে Republic of China-র বদলে The People's Republic of China (PROC) জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে।
- তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে যায়।

- ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস দল খেলতে আসে জাপানে এবং ১৯৭১ সালে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। চীন তখন আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলকে চীনে টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং আমেরিকার ঐ টেবিল টেনিস দলটি খেলতে আসে চীনে।

দীর্ঘ বিরতির পর আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্ক আবার শুরু হলো টেবিল টেনিস খেলার মধ্য দিয়ে, আর টেবিল টেনিস খেলার চাইনিজ নাম Ping Pong, এ জন্যই কূটনৈতিক অঙ্গনে এটি Ping Pong Diplomacy নামে পরিচিত। আর এ কূটনীতির মাধ্যমেই দীর্ঘ বিরতির পর সাইনো-আমেরিকান সম্পর্ক উষ্ণ হতে শুরু করে।

চীনের এক চীন নীতি (One China Principle)

- ‘এক চীন নীতি’ অনুযায়ী বিশ্বে কেবল একটি চীন আছে, তাইওয়ান চীনের ভূখণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার সমগ্র চীনের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র আইনী সরকার।
- এটি চীনের অবস্থানগত কূটনৈতিক স্বীকৃতি, যার ফলে অন্যান্য দেশ এটা মেনে নেবে যে চীনে শুধুমাত্র একটি চীনা সরকার রয়েছে। চীনের জোর দাবি- তাইওয়ান চীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা একদিন পুনরায় একত্রিত হবে।

প্রেসিডেন্ট

- শি জিন পিং
- সপ্তম প্রেসিডেন্ট
- আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন।

আইনসভা

- National People's Congress
- ভবনের নাম: গ্রেট হল অব দ্যা পিপল
- পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্লামেন্ট।

ম্যাকাও

- ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্তুগাল গণচীনের নিকট ম্যাকাও ফেরত দেয়।
- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। বর্তমানে 'এক দেশ, দুই পদ্ধতি' [One Country, Two System]-তে পরিচালিত হয় ২০৪৯ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

হংকং

- চীনের একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- নানকিং চুক্তি [Treaty of Nanking]-১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ প্রথম আফিমের যুদ্ধে ব্রিটেনের নিকট চীন পরাজিত হলে হংকং ব্রিটিশ কলোনিতে পরিণত হয়।
- ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ চীন ৯৯ বছরের জন্য হংকং ব্রিটিশ সরকারের নিকট লিজ দেয়। ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই চীন ব্রিটিশদের কাছ থেকে হংকং ফেরত পায়।
- বর্তমানে 'এক দেশ, দুইপদ্ধতি' [One Country, Two System] তে পরিচালিত হয় ২০৪৭ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু থাকবে।

এক দেশ, দুই পদ্ধতি

- চায়নার মূল ভূ-খন্ডে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো।
- হংকং এবং ম্যাকাউ তে পুঁজিবাদী কাঠামো।

উইঘুর মুসলিম

- চীনের জিনজিয়াং প্রদেশটি মুসলিম অধ্যুষিত।
- 'উইঘুর' চীনের একটি সম্প্রদায়ের নাম।
- উইঘুর রা তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। বর্তমানে উইঘুররা মূলত চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে বসবাস করে।

তিব্বত

- চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।
- ১৯৫০ সালে চীনের নিয়ন্ত্রণে আসে।
- রাজধানী - লাসা
- নিষিদ্ধ দেশ বলা হয়।
- পৃথিবীর ছাদ বলা হয়।

দালাই লামা - তিব্বতের ধর্মীয় নেতার পদবি

তেনজিন গিয়াতস – বর্তমান দালাই লামা (১৪ তম)

- Let’s Recap

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড

- প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে চীনের হান রাজ বংশের আমলে, চীন এবং সুদূর পূর্ব প্রাচ্যকে মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের সাথে সংযুক্ত বাণিজ্য পথের নেটওয়ার্ক কে বলা হতো 'সিল্ক রোড' (রেশম পথ)।

- প্রাচীন সেই সিল্ক রুটের আধুনিকতম সংস্করণের নাম ‘Belt and Road Initiative (BRI)’

- ২০১৩ সালে মধ্য এশিয়া সফরের সময় কাজাখস্তানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ‘ওয়ান বেল্ট অ্যান্ড ওয়ান রোড' (One Belt, One Road-OBOR)-এর ধারণা দেন। যা একটি আন্তঃমহাদেশীয় উন্নয়ন কৌশল ও বাণিজ্য কাঠামোর মহাপরিকল্পনা।

- একে প্রথমে ডাকা হচ্ছিল নয়া রেশমপথ (New Silk Road) নামে। পরে বলা হলো ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ (OBOR)। কিন্তু 'ওয়ান' বা 'একক' কথাটার মধ্যে একাধিপত্যের লক্ষণ থাকায় এর সর্বশেষ নাম দেওয়া হয়েছে **'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ’**।

- বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের রয়েছে দুটি অংশ- ইকোনমিক বেল্ট এবং মেরিটাইম রোড।

- ইকোনমিক বেল্ট এর আওতায় চীনের সিয়ান থেকেউরুমুকি হয়ে তুরস্ক, কাজাখস্তান, মস্কো, পোল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের রটারডাম হয়ে স্পেনের মাদ্রিদ পর্যন্ত সড়কপথ নির্মিত হবে।

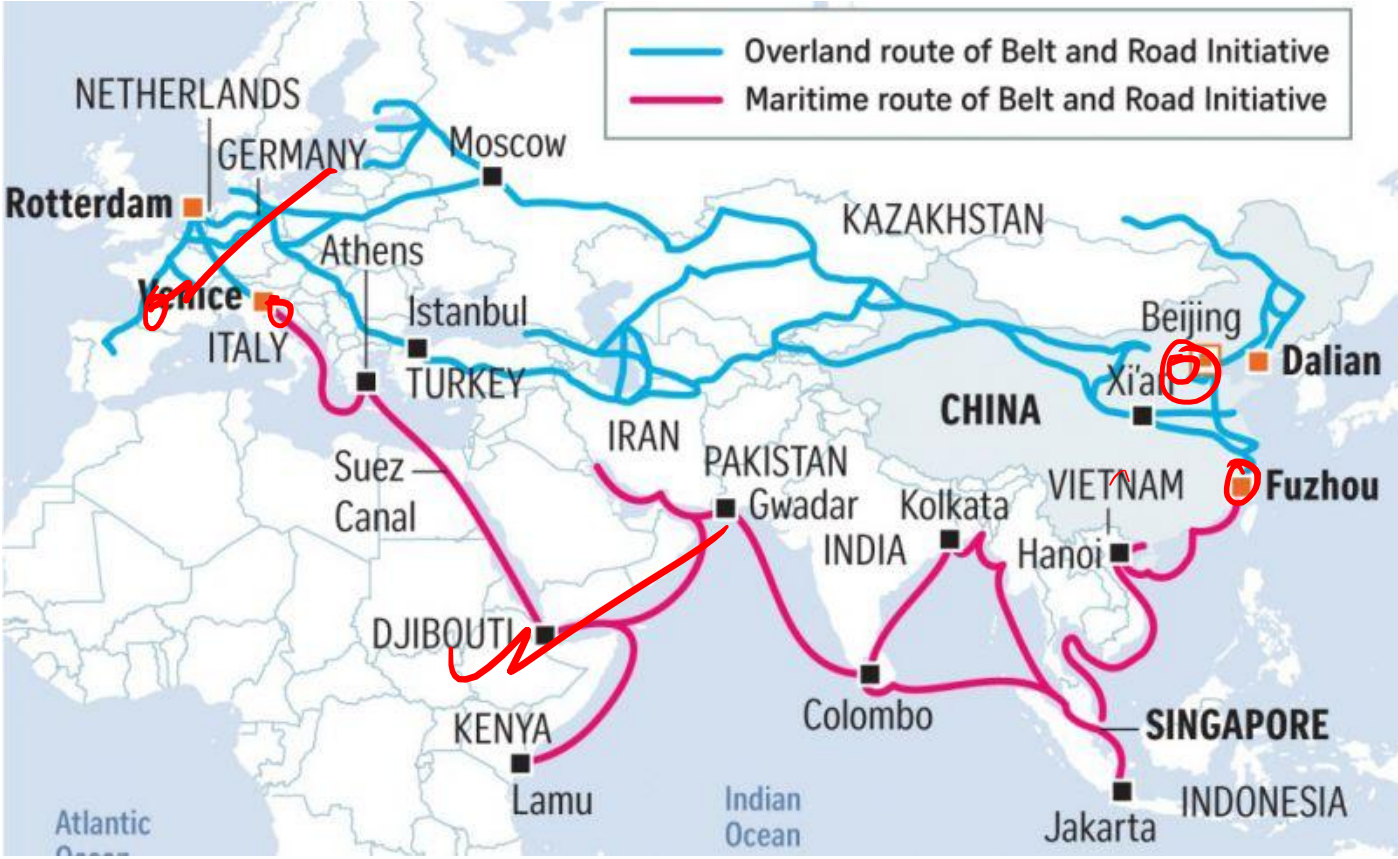

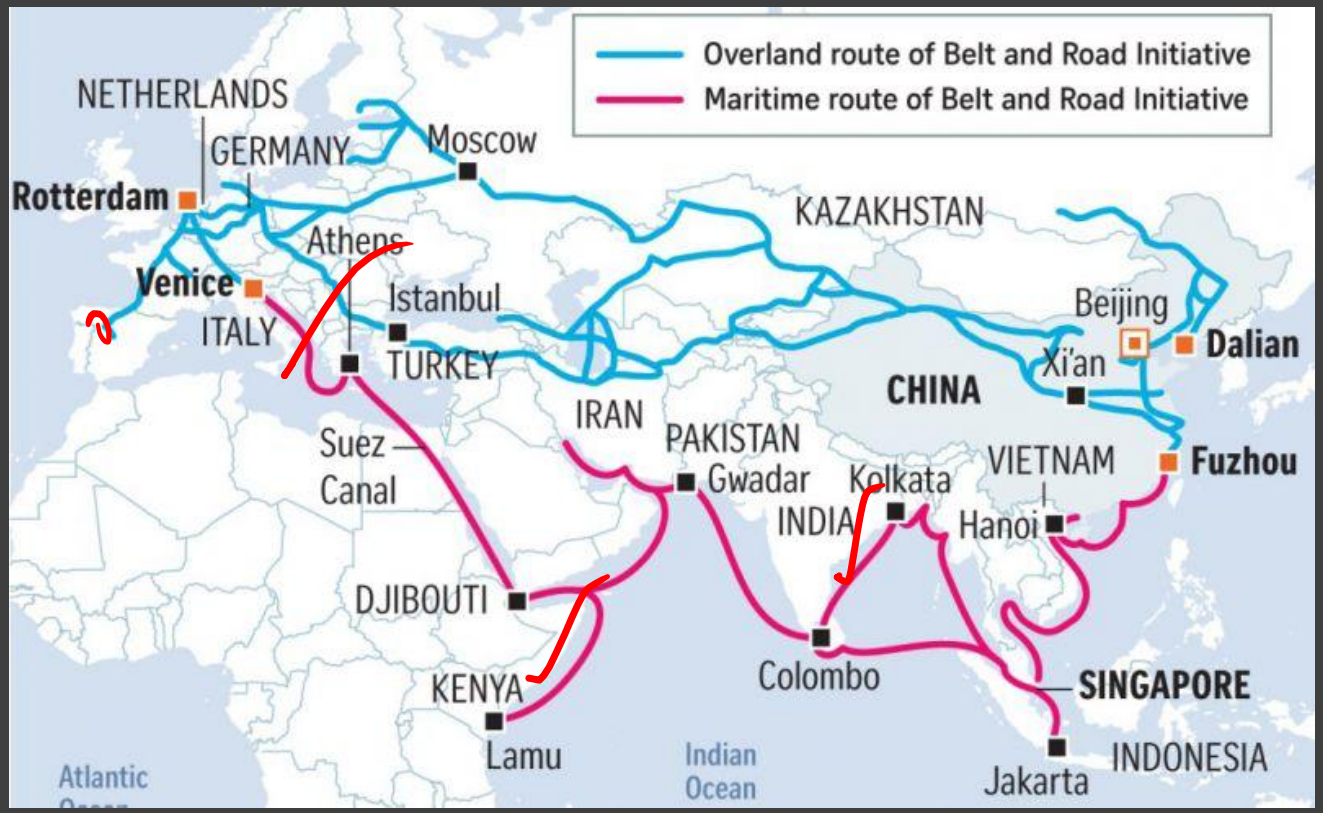

- মেরিটাইম রোডের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও সিঙ্গাপুরের সাথে আফ্রিকার জিবুতি ও কেনিয়ার সমুদ্র বন্দরের সাথে চীনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

প্রকল্পটির আওতায় রয়েছে ৬টি ইকোনমিক করিডোর।

- China – Pakistan Economic Corridor (CPEC) - চীনের জিনজিয়াং থেকে পাকিস্তানের গাওদার সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত।

নাইন ড্যাশ লাইন

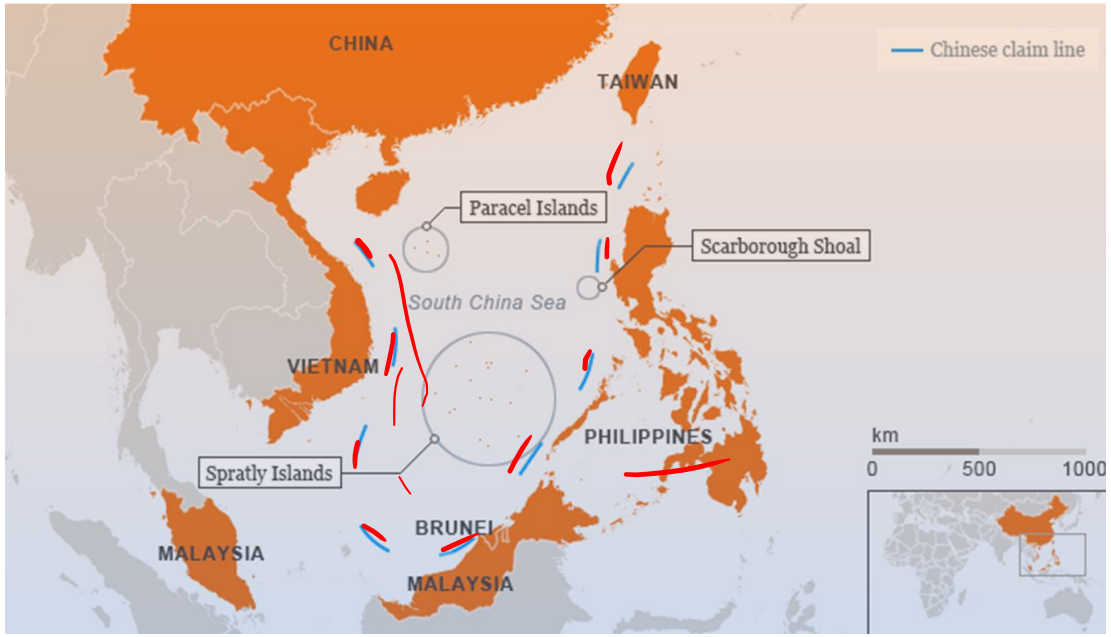

- অবস্থান – দক্ষিণ চীন সাগর
- বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৩০ ভাগ পরিচালিত হয় দক্ষিণ চীন সাগর বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর দিয়ে।
- দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধের মূল কারণ হলো নাইন ড্যাশ লাইন যার অপর নাম নাইন ডটস লাইন।

উত্তর কোরিয়া

সরকারি নাম: গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া

প্রতিষ্ঠাতা- কিম ইল সাং

প্রতিষ্ঠা- ১৯৪৮

রাজধানী – পিয়ং ইয়ং

দুই কোরিয়া বিভক্ত হয় ১৯৪৫

কোরীয় যুদ্ধ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া সভিয়েত ইউনিয়নের দখলে চলে যায়।
- ১৯৪৮ সালে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে।

কোরীয় যুদ্ধ

- ১৯৫০ সালের ২৫ জুন উত্তর কোরীয় বাহিনী ৩৮তম সমান্তরাল রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করলে যুদ্ধ বেধে যায়।
- ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব (Uniting for Peace resolution) দেয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর হয় দুবছর পর, ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই।

২০০৬ – অষ্টম দেশ হিসেবে পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

দক্ষিন কোরিয়া

সরকারি নাম - কোরিয়া প্রজাতন্ত্র

রাজধানী – সিউল

প্রেসিডেন্ট – Lee Jae-myung

বাসভবন – ব্লু হাউস

দুই কোরিয়াকে বিভক্তকারী সীমানা

- মিলিটারি ডিমার্কেশন লাইন /৩৮ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখা

- পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমানা।

নর্দান লিমিট লাইন

পীত সাগরে দুই কোরিয়ার সীমানা

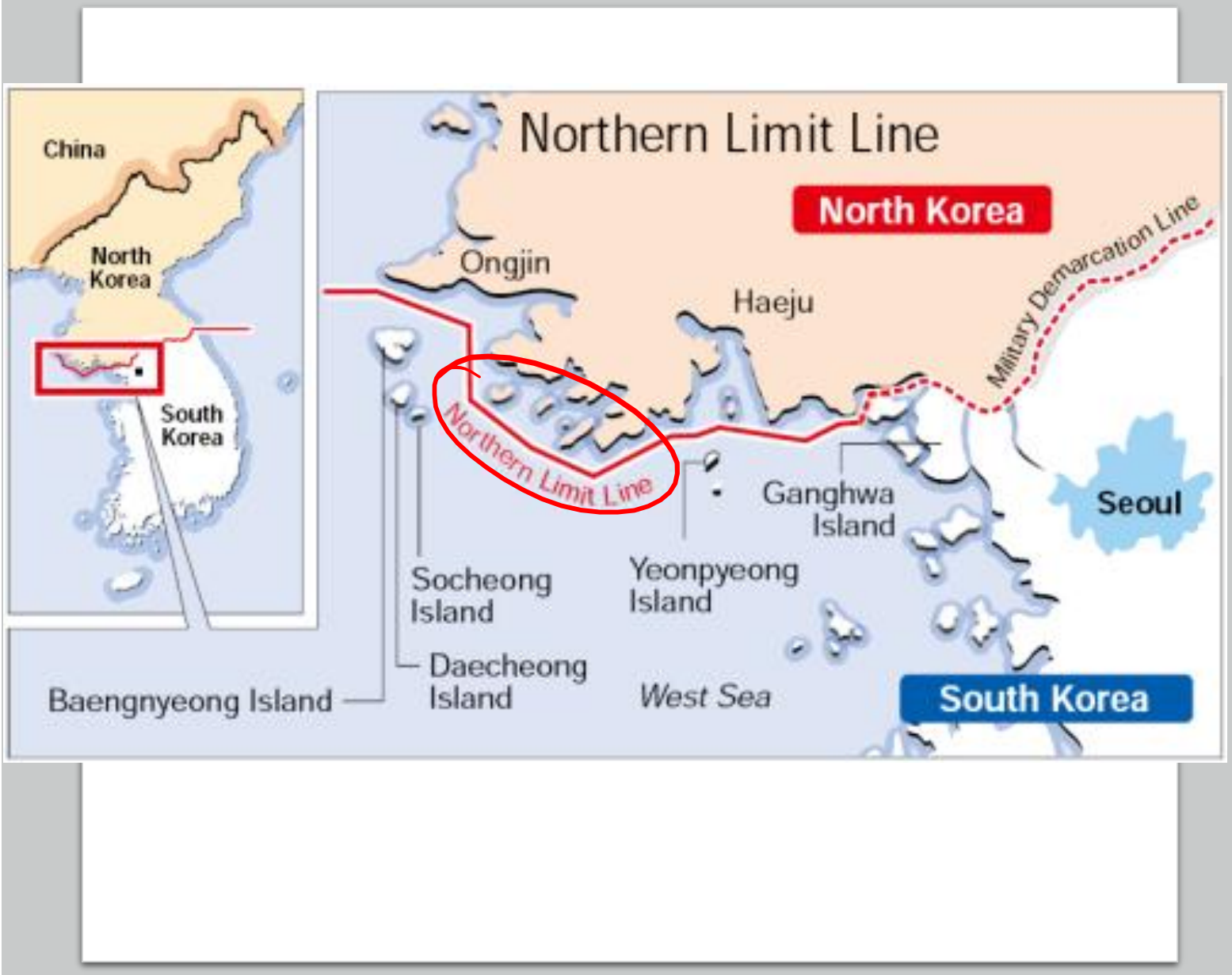

কোরিয়া প্রণালী

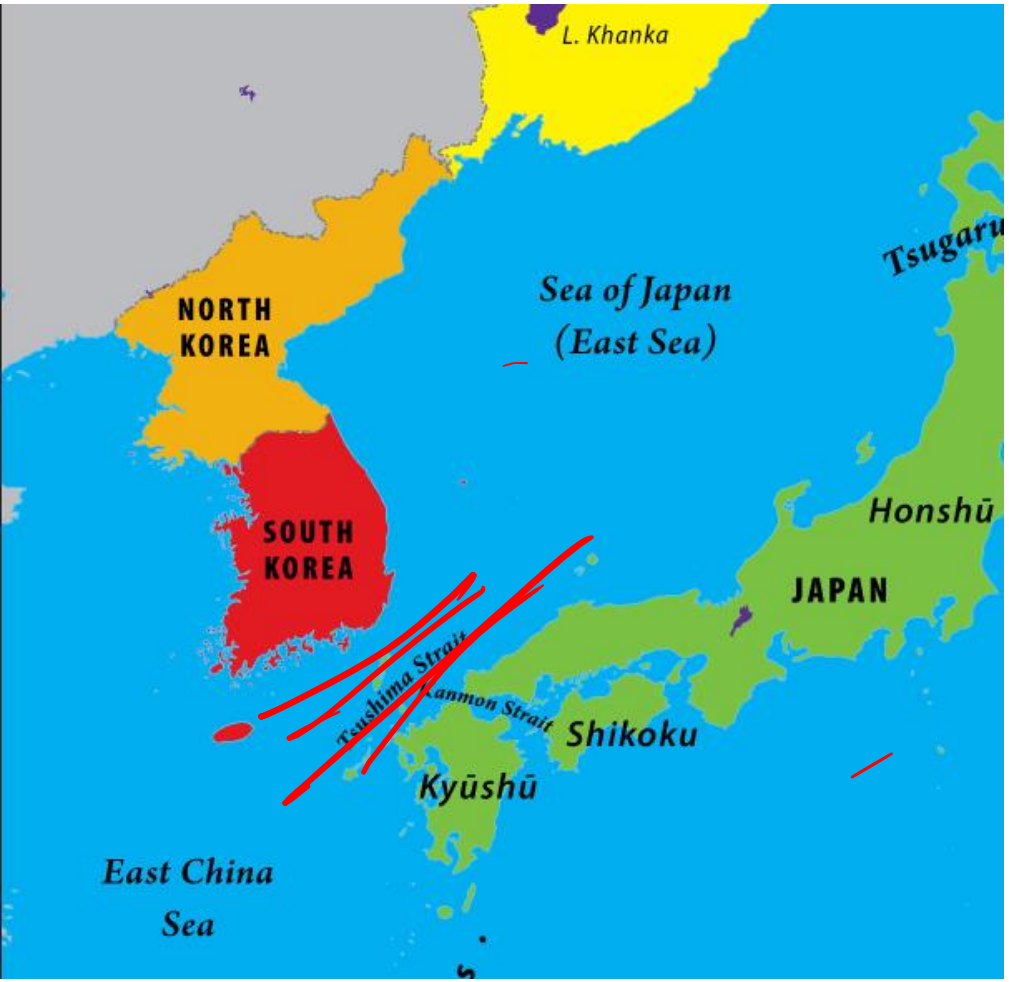

বিভক্ত করেছে: কোরীয়া উপদ্বীপ – জাপান

যুক্ত করেছে: জাপান সাগর + পূর্ব চীন সাগর

- পানমুনজাম – দুই কোরিয়ার সিমান্তবর্তী গ্রাম (শান্তিগ্রাম), যেটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় No Mans Land নামে পরিচিত।

- দক্ষিণ কোরিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তর কোরিয়ার নিকট পুনঃএকত্রীকরণ সংক্রান্ত যে পলিসি প্রেরণ করে সেটি Sunshine Policy নামে পরিচিত।

- পানমুনজাম দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী একটি গ্রাম,